জাতীয় বাজেট ২০২৫-২৬: পুঁজিবাজার বিষয়ক পর্যালোচনা

পুঁজিবাজার একটি দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি দেশের পুঁজিবাজার দেশীয় কোম্পানিগুলোর জন্য মূলধন সংগ্রহের একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম প্রদান করার মাধ্যমে শিল্প, অবকাঠামো এবং ব্যবসায় সম্প্রসারণে বিনিয়োগ বাড়ায়, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। পুঁজিবাজারের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সম্পদ বৃদ্ধি পায়, যা ভোক্তা ব্যয় ও চাহিদা বাড়ানোর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জিডিপি বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো নিয়ন্ত্রক সংস্থার তত্ত্বাবধানে থাকে বিধায় কোম্পানিগুলোর কর্পোরেট গভর্ন্যান্স ও স্বচ্ছতা উন্নত হয়, যা বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ানোর পাশাপাশি অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ফেলে। দেশের পুঁজিবাজার শক্তিশালী হলে তা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করে, যা বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বাড়ায় এবং অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে। এমতাবস্থায় পুঁজিবাজারের গুরুত্ব বিবেচনায় পুঁজিবাজারে উন্নতিকল্পে জাতীয় বাজেট ২০২৫-২৬ এ পুঁজিবাজারের সহিত সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত প্রস্তাবনাসমূহ করা হয়েছেঃ

(১) পুঁজিবাজারে লিস্টেড ও নন-লিস্টেড কোম্পানির করহারের ব্যবধান ৫.০% হতে বৃদ্ধি করে ৭.৫% প্রস্তাব করা হয়েছে। এরুপ কর হারের পার্থক্য বৃদ্ধির ফলে এর ফলে নতুন নতুন কোম্পানি পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হতে অনুপ্রাণিত হবে, কর্পোরেট সুশাসন বৃদ্ধি পাবে এবং এর ধারাবাহিকতায় পুঁজিবাজারে নতুন ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও কর পরিপালন সহজ করার জন্য লিস্টেড কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে ২.৫% কর সুবিধা প্রাপ্তির শর্ত শিথিল করে আয়,ব্যয় ও বিনিয়োগ এর পরিবর্তে কেবল সকল প্রকার আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে;

(২) ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটিজ লেনদেনের ওপর উৎস করের হার ০.০৫% থেকে কমিয়ে ০.০৩% করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উৎস কর কমার ফলে ব্রোকারেজ হাউজগুলোর উপর থেকে করের বোঝা কমায় ব্রোকারেজ হাউজ এর আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজিবাজারের লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি হতে পারে এবং বাজারে গতিশীলতা বাড়তে পারে;

(৩) মার্চেন্ট ব্যাংকের জন্য কর্পোরেট করের হার ৩৭.৫০% হতে ১০% হ্রাস করে ২৭.৫০% করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কর্পোরেট করের হার কমানোর ফলে মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর আয় বৃদ্ধির ফলে তাদের আর্থিক সক্ষমতা বাড়বে। ফলে মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহ অধিকতর ভালো ভালো কোম্পানিকে পুঁজিবাজারে আনতে উৎসাহিত হবে। এছাড়াও মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহের লাভজনকতা বাড়ায় মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো গবেষণা-উন্নয়ন এবং বাজার উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রমে (যেমন: বিনিয়োগ শিক্ষা, নতুন পণ্য চালু ইত্যাদিতে) অধিকতর বিনিয়োগ করতে পারবে। মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর কার্যকারিতা বাড়লে এবং নতুন

ভালো কোম্পানি বাজারে এলে এটি সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাজারকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে অনুমেয়;

(৪) ঔষধ শিল্পের বিকাশে সরকারের নীতি সহায়তা, এপিআই পার্ক চালুকরণের জন্য সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি (২০২৫-২৬ অর্থবছরে বিগত বছরের তুলনায় ৫০১ কোটি টাকা অধিক বরাদ্দ করা হয়েছে) ইত্যাদি ঔষধ শিল্পের প্রতিযোগিতা এবং রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে, যার ফলে পুঁজিবাজারে ফার্মাসিউটিক্যালস ও কেমিক্যালস সেক্টরের উন্নয়ন সাধিত হতে পারে;

(৫) বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে ও বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকায়নে বিভিন্ন গৃহীত পদক্ষেপ এবং জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপ এর কারণে পুঁজিবাজারে ফুয়েল ও পাওয়ার সেক্টরের উন্নয়ন সাধিত হতে পারে;

(৬) জাতীয় বাজেট ২০২৫-২৬ এ সড়ক বিভাগে এ উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ বৃদ্ধি (২০২৫-২৬ অর্থবছরে বিগত বছরের তুলনায় ৩৫৩ কোটি টাকার বরাদ্দ বৃদ্ধি) এর কারণে সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল উৎপাদক এর ব্যবসায় বৃদ্ধি পেতে পারে এবং পুঁজিবাজারে এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোম্পানির উন্নয়ন সাধিত হতে পারে;

(৭) জাতীয় বাজেট ২০২৫-২৬ এর বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ্য আর্থিক খাত সংস্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাবনা (যেমন অ্যাসেট কোয়ালিটি রিভিউ ইত্যাদি) এর প্রেক্ষিতে পুঁজিবাজারে ব্যাংক সেক্টরের জন্য ইতিবাচক উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে;

(৮) এছাড়াও জাতীয় বাজেট ২০২৫-২৬ এর বাজেট বক্তৃতায় পুঁজিবাজার সম্পর্কিত নিম্নোক্ত বিষয়াবলী উল্লেখ করা হয়েছেঃ

(ক) পুঁজিবাজারে সার্বিক উন্নয়ন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি এবং পুঁজিবাজারে আন্তর্জাতিক মানের সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে “পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স” এবং পুঁজিবাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে “পুঁজিবাজার সংস্কার ফোকাস গ্রুপ” গঠন করা;

(খ) পুঁজিবাজারে পুনরায় গতি ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের চলমান কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছেঃ (১) বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে অন্তর্ভুক্ত করা (২) বৃহৎ দেশীয় কোম্পানিগুলিকে তালিকাভুক্ত করার জন্য উৎসাহ প্রদান (৩) বাজার কারসাজি রোধে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন (৪) পুঁজিবাজারে অনিয়মের সাথে জড়িতদের বিচারের

আওতায় আনা এবং (৫)ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভরতা কমাতে পুঁজিবাজার থেকে বন্ড ও ইক্যুটির মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের সুযোগ বৃদ্ধি।

(গ) কমোডিটি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা এবং পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা ও বিনিয়োগকারিদের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে ব্লকচেইন ভিত্তিক ব্যাক অফিস সফটওয়ার বাস্তবায়ন এর কাজ চলমান রয়েছে।